সবচেয়ে কম করোনা শনাক্ত মেহেরপুরে, বেশি রাজধানীতে

এখন পর্যন্ত দেশে সবচেয়ে বেশি করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে রাজধানী ঢাকায়। আর সবচেয়ে কম রোগী শনাক্ত হয়েছে মেহেরপুরে। বাংলাদেশের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইডিসিআর) বরাত দিয়ে বিবিসি বাংলা এ তথ্য জানিয়েছে।

আইইডিসিআরে তথ্য অনুযায়ী, শুধু ঢাকা জেলাতেই করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭০ হাজারের বেশি মানুষ। এর মধ্যে ঢাকা মহানগরীতে আক্রান্ত হয়েছেন ৬৬ হাজার মানুষ। এরপর সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছেন চট্টগ্রামের বাসিন্দারা। এই জেলায় আক্রান্ত হয়েছেন ১৫ হাজার মানুষ। আক্রান্তের তালিকায় এরপরে রয়েছে- নারায়ণগঞ্জ (৬,০৩৩ জন), কুমিল্লা (৫,৮২৩ জন), ফরিদপুর (৫,২৮৮ জন)।

করোনাভাইরাসে সবচেয়ে কম রোগী শনাক্ত হয়েছে মেহেরপুর জেলায়। এখন পর্যন্ত এই জেলায় শনাক্ত হয়েছেন ২৪৬ জন।
শনাক্তের কম সংখ্যার দিক থেকে এরপরে রয়েছে পঞ্চগড়ের অবস্থান। এই জেলায় শনাক্ত হয়েছে ৩৪৫ জন। আর লালমনিরহাটে ৪১৯ জন।

উল্লেখ্য, দেশে প্রাণঘাতী করোনাভাইরাসে (কভিড-১৯) আক্রান্ত রোগী শনাক্ত প্রায় ২ লাখ ৬০ হাজারের কাছাকাছি। এখন পর্যন্ত মারা গেছেন প্রায় ৩ হাজার ৪০০ জন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

জামিন পেলেন মেজর সিনহার সহযোগী সিফাত

মাদক ও হত্যা মামলায় জামিন পেয়েছেন কক্সবাজারে পুলিশের গুলিতে নিহত সাবেক সেনা কর্মকর্তা সিনহা মো. রাশেদ খানের সহযোগী সিফাত।

আজ সোমবার (১০ আগস্ট) শুনানি শেষে কক্সবাজারের চিফ জুডিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক এ জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন। একইসাথে সিফাতের বিরুদ্ধে করা দুটি মামলার তদন্তভার পুলিশের কাছ থেকে র্যাবে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

এর আগে রবিবার জামিন পান সিনহার আরেক সহযোগী শিপ্রা। গতকাল সিফাতেরও জামিন আবেদন করা হয়। বিচারক তামান্না ফারার আদালতে সিফাতের বিরুদ্ধে করা দুটি মামলার শুনানি হয়। তবে সিফাতের জামিন আদেশ সোমবার নির্ধারণ করেন বিচারক।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

জীবননগরে স্থাপিত হতে চলেছে ‘হাই-ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট’

করোনায় আক্রান্তদের জন্য মানবতার অন্যতম দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে যাচ্ছেন এলাকার কৃতি সন্তান মোখলেছুর রহমান টিপু তরফদার। নিচ তলায় থাকবে ৪টি বড় সিলিন্ডার এবং অক্সিজেন সরবারহ লাইনের মাধ্যমে ৩য় তলায় বেড ও কেবিনে ফ্লো-মিটারের মাধ্যমে রোগীর প্রয়োজনে সহজেই অক্সিজেন ব্যবহার করতে পারবে। ব্যাক-আপের জন্য অতিরিক্ত ৪টি সিলিন্ডার সর্বদা মজুদ থাকবে।

প্রায় ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনি এই অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপন করছেন। ইতোপূর্বে তিনি দামুড়হুদা উপজেলা হাসপাতালে একই রকমের হাই- ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপন করেছেন। যার মাধ্যমে এলাকার স্থানীয় করোনা আক্রান্ত রোগীরা সেবা নিচ্ছেন।

বাংলাদেশে করোনা সনাক্তকরণের পরপরই বিএন্ডটি গ্রুপের চেয়ারম্যান ও চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার মোখলেছুর রহমান (টিপু তরফদার) কেন্দ্রের নির্দেশে গত ২৮শে এপ্রিল ২০২০ থেকে ১৫ই মে ২০২০ পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা নির্বাচনী এলাকায় নেতা-কর্মীদের মাধ্যমে ১৩ হাজার কর্মহীন পরিবারের মাঝে ১০ কেজি চাউল ও ৫ কেজি করে আলু মানবিক সহায়তায় প্রদান করেন।

পরবর্তীতে তিনি তার নির্বাচনী এলাকায় যে সকল মানুষ করোনা ভাইরাস চিহ্নিত হয়েছেন এবং নানা কারণে লক ডাউনে পড়েছেন তাদের প্রতি পরিবারের জন্য লোকসংখ্যা অনুযায়ী মানবিক সহায়তা প্রদান করেছেন।

জীবননগর উপজেলা হাসপাতালে হাই- ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট স্থাপনে কাজ করেছেন ঢাকাস্থ রবিন এন্টারপ্রাইজ। ইতোমধ্যে ঐ কোম্পানিকে মোট ব্যয়ের ৭৫% টাকা অগ্রিম পেমেন্ট করা হয়েছে। আগামী ১১-১২ আগস্ট ২০২০ তারিখের মধ্যে প্লান্টটি কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হবে বলে জানান, জীবননগর পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও জীবননগর থানার প্রধান ত্রাণ সমন্বয়কারী জনাব মাহাতাব উদ্দীন (চুন্নু)।

তিনি আরো জানান, হাই- ফ্লো অক্সিজেন প্লান্ট সম্পর্কিত কোন তথ্য জানার জন্য, যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইলো। দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ জহুরুল ইসলাম, মোবাইল: ০১৭১৪-৪৪২৯৩০, জীববনগর পৌর বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক মোঃ মাহাতাব উদ্দীন (চুন্নু), মোবা: ০১৭১৩-৯২২৮৩২।

আলমডাঙ্গার জামজামীতে সরকারি ঔষধ বিক্রি করায় ওহেদকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গার জামজামীতে ঔষধের দোকানে সরকারি হাসপাতালের ঔষধ পাওয়ায় দোকানী ওহেদ আলীকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সহকারী কমিশনার (ভূমি) হুমায়ন কবির। এ সময় দোকানে সরকারি ও মেয়াদোত্তীর্ণ আনুমানিক ২০ হাজার টাকার ঔষধ পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

আদালত সূত্র জানায়, জামাজামী ইউনিয়নের মধুপুর গ্রামের পল্লী চিকিৎসক ওহেদ আলী জামজামী বাজারের ব্রীজ মোড়ে একটি ঔষধের দোকান পরিচালনা করেন। তিনি বিশেষ ব্যবস্থায় সরকারি হাসপাতালের বেশকিছু ব্রান্ডেল ঔষধ দোকানে রেখে বিক্রি করে আসছিলেন। এছাড়া তার

দোকানে অনেক মেয়াদোত্তীর্ণ ঔষধ পাওয়া যায়।

স্থানীয়রা জানায়, মধুপুরে কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে ওহেদ অসাধু কর্মকর্তার মাধ্যমে সরকারি ঔষধ কম দামে কিনে বিক্রি করেন। এটা অনেকটা ওপেন সিক্রেট।
এ সময় আদালতের নিরাপত্তায় ছিলেন জামজামী ক্যাম্পের এএসআই আনিছুর রহমান।

স্বাস্থ্যবিধি না মানায় কুষ্টিয়ায় ৫৩ জনকে জরিমানা

স্বাস্থ্যবিধি না মানায় কুষ্টিয়ায় ৫৩জনকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

রবিবার দুপুরে শহরতলীর জগতিসহ বিভিন্ন এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোঃ সবুজ হাসান।

এ সময় তিনি জানান, স্বাস্থ্যবিধি না মানায় কুষ্টিয়া জেলা শহর ও পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৫৩ জনকে করোনা সংক্রমণ বিস্তার রোধে মাস্ক পরিধান না করায় সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মূল) আইন, ২০১৮ এর ২৫(২) ধারায় বিভিন্ন অংকের জরিমানা করা হয়।

অভিযান অব্যহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

বামন্দীতে জলাবদ্ধতা নিরসন

করায় প্রশাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

জেলা প্রশাসক ও উপজেলা প্রশাসনের হস্তক্ষেপে এবং স্থানীয়দের সহযোগীতায় মাসাধিকাল ব্যাপী হাটু পানিতে ডুবে থাকা বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ আশেপাশের ৯টি পরিবারের অর্ধশতাধিক মানুষের দুর্ভোগ লাঘব হয়েছে। ভুক্তভোগীরা কৃজ্ঞতা প্রকাশ করেছে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের প্রতি।

গত এক মাস ধরে বামন্দী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ আশেপাশের ৯টি পরিবারের অন্তত অর্ধশতাধিক মানুষ পানি বন্দি হয়ে পড়েছিল। বসত বাড়ির আঙ্গিনা ডুবে থাকায় স্বাভাবিক চলাচলেও ঘটছিল ব্যাঘাত। বড়দের চেয়ে বেশি বিপাকে পরিবার গুলোর শিশু সদস্যরা। ইচ্ছা করলেই ঘর থেকে নামতে পারছে না।

পানি বন্দি পরিবার গুলোর ভোগান্তি দুর করতে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিলে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ঘটনাস্থল পরির্দশন করে পানি নিষ্কাশনের জন্য ভুক্তভোগীর নির্দেশ প্রদান করেন। সে অনুযায়ী ভুক্তভোগীরা সহ এলাকার মানুষের সহযোগীতায় করা অর্থায়নে পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা করা হয়েছে।

রাজনৈতিক পরিচয় কোন অপরাধীর আত্মরক্ষার ঢাল হতে পারে না: সেতুমন্ত্রী

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন,

রাজনৈতিক পরিচয় কোন অপরাধীর আত্মরক্ষার ঢাল হতে পারে না,

ইতিমধ্যেই শেখ হাসিনা তা প্রমাণ করেছেন।

আজ রবিবার গোপালগঞ্জ সড়ক জোন, বিআরটিএ ও বিআরটিসি’র কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় একথা বলেন তিনি।

ওবায়দুল কাদের তার সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মতবিনিময় সভায় যুক্ত হন।

শেখ হাসিনা সরকার জনগণের মনের ভাষা বুঝেন বলেই যে কোন বিষয়ে দ্রুততম সময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, যে কোন অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা সরকারের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর এবং তা এরই মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কেউ কেউ নানান ভাবে কথা বলেন, ওবায়দুল কাদের প্রশ্ন রেখে বলেন ক্যাসিনো বিরোধী অভিযান, স্বাস্থ্যখাতে জেকেজি, রিজেন্ট গ্রুপের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান চালানোর আগে সরকারকে কেউ বলে দেয়নি।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনা সরকার নিজেই এসকল অনিয়ম উদঘাটন করেছেন, কোন ধরনের ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেনি।

যারা সরকারের সমালোচনা করছেন তাদের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, তাদের আমলে অনিয়ম দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা কী ব্যবস্থা নিয়েছিলেন?

তিনি বলেন, দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান আর দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়াই তাদের সফলতা।

বিএনপি দলীয় গঠনতন্ত্র থেকে ৭ ধারা বাতিল করে দুর্নীতিবাজদের দলীয় নেতৃত্বে গণতান্ত্রিক স্বীকৃতি দিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন ওবায়দুল কাদের।

শেখ হাসিনা সরকার প্রতিটি হত্যাকাণ্ডের বিচারে সোচ্চার থেকেছে উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, অপরাধীকে দলীয় পরিচয়ে বাঁচানোর চেষ্টা করেনি, অপরাধী যে দলেরই হোক বিচারের আওতায় আনা হয়েছে।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

লেবাননে নিখোঁজ নারায়ণগঞ্জের যুবক রাশেদের লাশ মিলল হাসপাতালে

লেবাননের রাজধানী বৈরুতে ভয়াবহ বিস্ফোরণের পর যে বাংলাদেশি যুবক নিখোঁজ ছিলেন, তাকে একটি হাসপাতালে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

বাংলাদেশ দূতাবাস থেকে এ তথ্য নিশ্চিত করে জানানো হয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম মোহাম্মদ রাশেদ। তিনি নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা।

দূতাবাসের হেড অব চ্যান্সেরি ও ফার্স্ট সেক্রেটারি আবদুল্লাহ আল মামুন গণমাধ্যমকে বলেন, বাংলাদেশি শ্রমিক মোহাম্মদ রাশেদ বিস্ফোরণের পর থেকে নিখোঁজ ছিলেন, তাকে হারুন হাসপাতালে শনিবার মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

রাশেদের পাসপোর্টের তথ্য থেকে জানা গেছে, তিনি নারায়ণগঞ্জের বাসিন্দা।

বৈরুতে গত মঙ্গলবার ভয়াবহ দুটি বিস্ফোরণ হয়। ওই ঘটনায় বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ২১ সদস্যসহ ১০৮ প্রবাসী আহত হন। মারা গেছেন পাঁচজন।

আহত বাংলাদেশি প্রবাসীরা দেশটির তিনটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। বিস্ফোরণের ওই ঘটনায় বিভিন্ন দেশের ১৬০ জন নিহতের পাশাপাশি ৬ হাজার মানুষ আহত হয়েছেন।

এ দুর্ঘটনার জন্য দেশটির সাধারণ মানুষ সরকারের অবহেলাকে দায়ী করে রাস্তায় নেমেছেন। তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন লেবাননের সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কয়েকজন কর্মকর্তা। তারা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় দখলের ঘোষণাও দিয়েছেন।

সূত্র- যুগান্তর

সিনহার সহযোগী শিপ্রার জামিন, সিফাতের শুনানি কাল

কক্সবাজারে পুলিশের গুলিতে নিহত অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খানের সহযোগী শিপ্রা দেবনাথের জামিন মঞ্জুর করেছেন আদালত। সেই সঙ্গে তার আরেক সঙ্গী স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থী চিত্রগ্রাহক সাহেদুল ইসলাম সিফাতের জামিন আবেদনের শুনানি আগামীকাল সোমবার নির্ধারণ করা হয়েছে।

রামু থানায় করা মামলায় রোববার শিপ্রার জামিন আবেদন মঞ্জুর করেন কক্সবাজার সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ১-এর বিচারক দেলোয়ার হোসেন।

বিষয়টি রোববার দুপুর সাড়ে ১২টায় যুগান্তরকে নিশ্চিত করেছেন শিপ্রার আইনজীবী অরুপ বড়ুয়া তপু।

শিপ্রা দেবনাথের বাড়ি কুষ্টিয়ার মিরপুর থানা এলাকায় এবং তিনি ঢাকার স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির ছাত্রী। সে সুবাদে মা-বাবা নিয়ে ঢাকার রামপুরা এলাকার একটি ভাড়া বাসায় থাকেন।

এদিকে নিহত সিনহার আরেক সহযোগী সিফাতের বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে টেকনাফ থানায় করা মাদক ও অস্ত্র মামলার শুনানি হবে সোমবার। আদালত সূত্রে বরাত দিয়ে তার আইনজীবী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

গত ৩ জুলাই স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিল্ম অ্যান্ড মিডিয়া বিভাগের তিন শিক্ষার্থীসহ ইউটিউব চ্যানেলের জন্য ভ্রমণ ভিডিও তৈরি করতে কক্সবাজারে যান সিনহা।

৩১ জুলাই রাত সাড়ে ১০টার দিকে কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের বাহারছড়া ইউনিয়নের শামলাপুর চেকপোস্টে পুলিশের গুলিতে নিহত হন সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মোহাম্মদ রাশেদ খান।

পরে গত বুধবার তার বড় বোন শারমিন শাহরিয়া ফেরদৌস ৯ পুলিশ সদস্যকে আসামি করে আদালতে মামলা করলে আদালত মামলাটি টেকনাফ থানার

ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে নথিভুক্ত করার আদেশ দেন।

পাশাপাশি র্যাব ১৫-এর কমান্ডারকেও তদন্ত করার নির্দেশ দেন। পরে বৃহস্পতিবার বিকালে এ মামলায় ওসি প্রদীপসহ সাত আসামি আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। বর্তমানে সবাই কক্সবাজার জেলা কারাগারে রয়েছেন।

এদিকে সিনহা হত্যার ঘটনায় গত বৃহস্পতিবার তদন্তকারী সংস্থা র্যাবের পক্ষ থেকে আসামিদের ১০ দিনের রিমান্ড চাওয়া হয়।

প্রথমে টেকনাফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক হেলাল উদ্দিন মৌখিকভাবে টেকনাফ থানার সদ্য সাবেক ওসি প্রদীপ কুমার দাশ, বাহারছড়া পুলিশ তদন্তকেন্দ্রের সদ্য সাবেক ইনচার্জ পরিদর্শক লিয়াকত আলী ও এসআই নন্দ দুলাল রক্ষিতের সাত দিন করে রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

বাকি চার আসামি এএসআই লিটন মিয়া, কনস্টেবল সাফানুর করিম, কামাল হোসেন ও আবদুল্লাহ আল মামুনকে দুদিন জেলগেটে জিজ্ঞাসাবাদের আদেশ দেন। পরে লিখিত আদেশে সবারই সাত দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

সূত্র- যুগান্তর

রক্তের ‘এ’ গ্রুপে করোনা বেশি ভয়াবহ, ‘ও’ গ্রুপে কম!

প্রতিদিনই করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃতের সংখ্যাও। তবে প্রাণঘাতী এই ভাইরাস রক্তের ‘এ’ গ্রুপে বেশি ভয়াবহ, আর ‘ও’ গ্রুপে কম আকার ধারণ করে। সাম্প্রতিক একটি গবেষণায় এমন তথ্যই জানানো হয়েছে। গবেষণাটি প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক চিকিৎসা-জার্নাল ‘নিউ ইংল্যান্ড জার্নাল অব মেডিসিন’-এ। খবর আনন্দবাজারের।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গবেষণা চালানো হয়েছে ইউরোপের দুটি দেশ স্পেন ও ইতালিতে। করোনা সংক্রমণের হার ও মৃতের সংখ্যায় যে দুটি দেশই রয়েছে সামনের সারিতে। গবেষণাটি নির্দিষ্ট জিন ও

ক্রোমোজোমের সঙ্গে রোগীদের দেহে করোনা সংক্রমণ ভয়াবহ হয়ে ওঠার একটি সম্পর্ক (কোরিলেশনস বা অ্যাসোসিয়েশন) খুঁজে পেয়েছে।

গবেষকরা দাবি করছেন, ‘এ’ গ্রুপের (পজিটিভ ও নেগেটিভ) রক্তবাহকদের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাস বেশি ভয়াবহ হয়ে উঠছে। অন্যান্য গ্রুপের রক্তবাহকদের থেকে অন্তত ৪৫ শতাংশ বেশি। কিন্তু ‘ও’ গ্রুপের (পজিটিভ ও নেগেটিভ) রক্তবাহকদের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাস ততটা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারছে না। অন্যান্য গ্রুপের মতোই ‘ও’ গ্রুপের অন্তত ৬৫ শতাংশ রক্তবাহকের দেহে করোনা সংক্রমণ ঘটছে।

তাদের দাবি, ‘এবি’ এবং ‘বি’ গ্রুপের (পজিটিভ ও নেগেটিভ) রক্তবাহকদের শরীরেও কোভিড-১৯ ভাইরাস ‘এ’ গ্রুপের রক্তবাহক রোগীদের মতো ততটা ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারছে না। তবে আমাদের শরীরে কোভিডের দ্রুত ভয়াবহ ওঠা ঠেকাতে ‘ও’ গ্রুপের মতো ততটা কার্যকরী নয় ‘এবি’ এবং ‘বি’ গ্রুপের রক্ত। ‘এবি’ গ্রুপের ক্ষমতা ‘ও’ গ্রুপের চেয়ে কম। ‘বি’ গ্রুপের ক্ষমতা ‘এবি’ গ্রুপের চেয়েও কম।

স্পেন ও ইতালির করোনায় চরম সঙ্কটাপন্ন ৮ লাখেরও বেশি মানুষের জিনোম পরীক্ষা করেছেন বলে জানিয়েছেন গবেষকরা। তাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন আরও বহু মানুষকে, যারা করোনায় আক্রান্ত হননি।

ম্যাসাচুসেট্স জেনারেল হাসপাতালেল অধ্যাপক চিকিৎসক অনহিতা দুয়া বলেছেন, ‘এটা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না, করোনা সংক্রমণ আমাদের দেহে ভয়াবহ হয়ে ওঠার ক্ষ◌েত্রে শুধু রক্তের নির্দিষ্ট কোনও গ্রুপেরই ভূমিকা রয়েছে। একটা ‘কোরিলেশন’ বা ‘অ্যাসোসিয়েশন’ (পারস্পরিক সম্পর্ক) খুঁজে পাওয়া গেছে মাত্র।

শুধুমাত্র জিন-স্তরে। আরও অনেক কারণ থাকতে পারে। তবে এটাও অন্যতম কারণ হয়ে উঠতে পারে। তাই বলব, ‘এ’ গ্রুপের রক্তবাহকদের অযথা আতঙ্কিত হয়ে ওঠার কারণ নেই। আবার এটাও বলব না, ‘ও’ গ্রুপের রক্তবাহকরা খুব স্বস্তিতে থাকতে পারেন। এটা একটা হাইপোথিসিস। কোনও থিয়োরি নয়। কোনও মডেলও নয়।’

সূত্র- বিডি প্রতিদিন